প্রকাশনার ৩৫ বছর

রোববার

৩৫ বর্ষ ॥ ৪৮ সংখ্যা ॥ ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ॥ মূল্য ১০ টাকা

ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী হামলাকারীরা কি আইনের উর্ধ্বে?

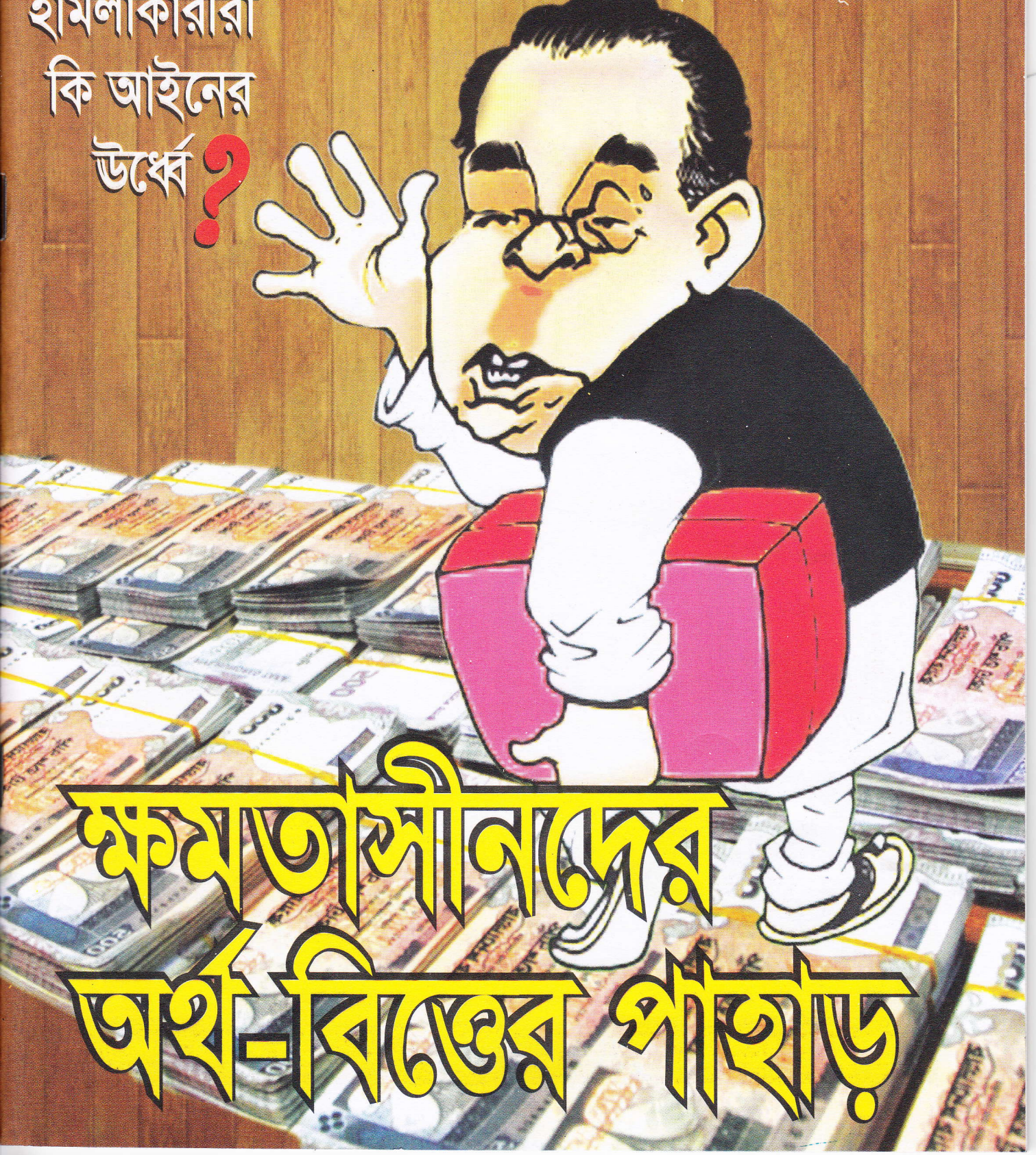

ক্ষমতাসীনদের অর্থ-বিত্তের পাহাড়

নবনবার

এ সপ্তাহের আয়োজন

সূচি

» ১৩

ক্ষমতাসীনদের অর্থ-বিত্তের পাহাড়

» ১১

ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী হামলাকারীরা কি আইনের উর্ধ্বে?

» ৪২

গহীন বনের ময়না

»

সম্পাদকের কথা ৪

পাঠকের চিঠি ৫

গেলো সপ্তাহ ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ১৯

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি ২১

উপজেলা নির্বাচনকে গুরুত্ব দিচ্ছে বিএনপি ২৩

রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকায় গড়ে উঠেছে শস্য মিউজিয়াম ২৪

বাংলাদেশে ক্যান্সারের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ২৫

সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে বাঁকখালীসহ তিন খাল ও নদী ২৬

হয়রানির শিকার একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা ২৭

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট ২৯

মধু কবির বাড়ি ৩১

ভারতে নির্বাচনের আগে তৃতীয় ধারার জোট গড়ার চেষ্টা ৩২

ঢাকা শহরকে বাসযোগ্য করা জরুরি ৩৩

সময়ের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ৩৪

ছাত্রলীগ এখন অরাজকতা সৃষ্টির লাইসেন্সপ্রাপ্ত সংগঠন ৩৫

স্বাস্থ্য ৩৬

তথ্য প্রযুক্তি ৩৮

কবিতা ৪০

ক্যাম্পাস ৪৫

সংগঠন সংবাদ ৪৭

সফল মুখ ৫০

গ্ল্যামার জগৎ ৫১

বলিউড ৫৩

হলিউড ৫৫

হৃদয়ের কথা ৫৭

সৈকতে ঘুড়িমেলা ৫৯

গহীন বনের ময়না

আব্দুস সাত্তার

আজ এরিকের মনে গভীরতর বেদনাবোধের এক সুর-কৈশোরের ঘৃণাদীপ্ত তার সে চোখ আজ দয়া-স্নিগ্ধ সমবেদনায় অশ্রুসজল-এক গভীর দুঃখের ভার পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তার মনে। এ জীবনের পশ্চাতে আছে এক অপরিসীম অনুশোচনার ইতিহাস। পুরাণে অনেক শাস্তির উল্লেখ আছে। বিশেষ করে মানুষের ক্ষতিসাধন আর স্বর্গ মর্ত্যের অবমাননায়। একদিন স্মৃতির ধারায় অবগাহন করে কলঙ্কে মলিন আপন জীবনের এমনই এক নিগূঢ় গোপন কাহিনী বলতে এলেন এরিক। দরজা খুলে গেল ফেলে আসা দিনগুলোর এক অজানা অধ্যায়ের-

টেনেসি আমেরিকার এক প্রদেশ। এর পাহাড়ি অঞ্চলে ধীরে বয়ে চলা পিজন নদীর পাড়ে এক কৃষকের বাস। বর্গা জমি চাষ করে তার সংসার চলে। কাঠ দিয়ে তৈরি তিন রুমের কুটিরে দুই ছেলে জেকব, এরিক, আর স্ত্রী নিয়ে তাদের ছোট সংসার। অর্থ ব্যয়ে স্বল্পতা থাকলেও এ কুটির নির্মাণে স্থপতির রুচির পরিচয় আছে। সাধারণ লোকের চমক লাগার মতো আছে অনেক আয়োজন-বাড়ির প্রাঙ্গণটি সুপরিসর। একদিকে খাড়া পর্বত অন্যদিকে সরু রাস্তা। বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় অদূরবর্তী পিজন নদীর জলস্রোত। এরিকের মা একজন গৃহিণী। ঘরের কাজ আর সেলাই করে তার সময় কাটে। মায়ের সাথে এরিকের বিশেষ সখ্য, বিশেষ করে যেদিন তার মা পিঠা তৈরি করে সেদিনতো আর কথাই নেই- প্রকৃতি আর পাখির জীবন তাকে খুব কাছে টানে। যখন মেঘশূন্য আকাশে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, প্লাবিত হয় পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঙ্গন, শব্দবিহীন সেই ক্ষণে তার মন পাখির ডানায় ভর করে ছুটে যায় দূরে, বহু দূরে। যেমন করে এরিকের বর্ণনা ঃ

আমাদের গ্রাম। তরু পল্লবে ঘেরা- এই পাহাড়ি এলাকায় স্নিগ্ধ শ্যামলতার আমেজ মেলে। এ গ্রামের ঝর্ণার ধারাকে চাষাবাদের সুবিধার জন্য ভিন্নমুখী করার প্রয়াসে তৈরি করা হয়েছে দীর্ঘ বাঁধ। এ বাঁধের কারণে এলাকায় আপন প্রতিবেশীও অনেকটা আলাদা।

এক সন্ধ্যার কথা। মতভেদজনিত কলহের পরিণামে বিক্ষুব্ধ এক যুবক দল হঠাৎ করে গাড়ি থামিয়ে দেয় ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে। 'তাই তো, জেকব যে- এখানে কি করছিস। আয়, গাড়িতে উঠে আয়- গুরুম,

গুরুম। গুলির আঘাতে জেকব লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সমস্ত ঘটনাটি এক ক্ষমতা গর্বিত গুণ্ডার আহত অভিমান, দুর্বলের প্রতি অবজ্ঞার প্রকাশ। গ্রামে এরকম আসন্ন আক্রমণের বিরোধিতা ও আত্মরক্ষার উপায় কি, এ প্রশ্ন জাগে জনমনে-অবশেষে একজন এ প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ করেন– তিনি হলেন আমার বাবা-পালাক্রমে ক্রাইম ওয়াচ আরও কত কি নিয়ম- এ ঘটনার পর আমার ওপরই বেশি নিয়ম আরোপিত হয় বলে মনে হয়। আমার জন্য কোন কোন জায়গায় যেতে একবারেই মানা আবার কোন বিশেষ সময় বাড়ি হতে বের হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

একদিন চাষাবাদের সরঞ্জাম কেনার জন্য শহর থেকে ফিরতে দেরি হবে বলে বাবা জানিয়ে গেলেন। তার অবর্তমানে আমার নিয়ন্ত্রিত চলাফেরার কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না তিনি–মনে মনে ভাবলাম এই বুঝি সুযোগ।

'হ্যালো ববি'?

'বলছি'–

'চল শহর থেকে ঘুরে আসি'–

'কি ব্যাপার'?

'গেতলিন বাগে মেলা বসছে যে। কেভিনকেও খবর দে। মজাই হবে'–

'কখন যাবি'?

'পাঁচটার দিকে'–

'তোর বাবা কোথায়'?

'বাবা, মা দু'জনেই শহরে। দেরি যেন না হয়। সময়মতো ফিরতে হবে'–

'তুই রেডি থাকিস। আমি এসে সময়মত তোকে তুলে নেব। ভতকা হুকুম করতে হবে কিন্তু'–

'না না এতো সময় হবে না। তাছাড়া এতো টাকার জোগানও দেয়া যাবে না'–

'একটা কি দু'টা বিয়ার? তাতে হবে না বন্ধু– খাস ভতকা। গ্রে গুজ। দারুণ– একটু যদি লেবু হয় সাথে। আরে বাবা খাবো তো খাসা মাল খাবো'–

'আয়, সাক্ষাতে আলাপ হবে'–

ববি, স্কুলের এক বখা ছেলে। বয়সও তুলনামূলক একটু বেশি। এক ক্লাসে দু'বার। এর মধ্যেই ভতকা ধরেছে। সিগারেট ফুঁকছে অনবরত।

সন্ধ্যায় বন্ধুদের সাথে চুটিয়ে আড্ডা দিলাম। কিশোরের বুদ্ধিদীপ্ততা আর ফাঁকি দেবার কৌশল কোন কাজে এলো না। ধরা পড়ে গেলাম। বাবা রেগে আগুন হলেন। আরও কঠিন অনুশাসনের যাতনা আমাকে নিতে হলো। আসলে আমি নিজেই এ বিপদ ডেকে আনলাম।

টেনেসির ছোট এক শহর গেতলিনবাগ। এর প্রসিদ্ধি আছে। এর পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করার উদ্যম টুরিস্টদের বিশেষ আকর্ষণ- তাছাড়া শৃঙ্গ থেকে শহর সীমানা, সূর্যোদয়, আর দূরবর্তী ঝর্ণাধারা অবলোকন করা যায়– এখানে ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা আছে। এ পর্বত শৃঙ্গ আজও দরশনাভিলাষ পর্যটকের কৌতূহল জাগায়। গেতলিনবাগে পর্যটন কেন্দ্রের 'টুর গাইডের' চাকরি হারিয়েও বেশ কিছুদিন আমি এ শহরে কাটিয়ে দিলাম। অনেকদিন এখানে কোন সুবিধা না করতে পারায় পার্শ্ববর্তী শহর পিজন ফুরজে আবার চাকরির খোঁজ করলাম। সেখানেও একই ফল। অবশেষে একদিন লস এঞ্জেলেসে এক বন্ধুকে ফোন করলাম। জানতে চাইলাম লস এঞ্জেলেসে এসে তার সাথে কিছুদিন থেকে অদূরে কোথাও কোন চাকরির সন্ধান করে নিতে পারি কি না। বন্ধু এক বাক্যেই নিষেধ করলেন। নিরুৎসাহিত করলেন বিশেষভাবে। দুঃসময়ে বন্ধুর এ ব্যবহার আমাকে মর্মাহত করলো বৈকি। উপায় না দেখে বন্ধুর অজান্তেই একদিন তার দরজায় হাজির হলাম। অবাক হলো আমায় দেখে। 'অদ্ভুত এক কাজ করলি, আশ্চর্য'।

সংসারে বিনিপয়সায় পরহিতার্থে কাজ, খুব সহজ নয়। সময়, সুজুগ, মন, সবই দরকার। একটু ভাবনা হলো।

সবিস্তারে লস এঞ্জেলেসে আসার কারণ বর্ণনা করলাম। বন্ধুর সহায়তায় যথারীতি পরিচিত হলেম তার বস 'বড় কর্তার' সঙ্গে– বস উপরওয়ালা। সুস্বাদু পানীয় পান করেন রুপার গ্লাস থেকে। একটা ফুরাতেই আর একটা সিগারেট ঠোঁটে ছাপেন। কে তাকে আগুন দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি। দলের এসব লোকদের ধমকিয়ে বহু সময় পার করেছেন তিনি। এ জাতের লোকেরাই কর্তার হয়ে লোকালয়ে সন্ত্রাস আর লাঠিপেটা করে। কর্তার নাম ফান্তম। বন্ধু আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কর্তার কাছে এ আস্তানায় আমার সাময়িক অবস্থানের অনুমতি চাইলেন। কর্তার খণ্ডিত আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে বুঝা গেলো, আমার সাময়িক অবস্থান তার দলের নিরাপত্তার হুমকি; যেখানে কিনা সবচেয়ে সতকর্তামূলক আয়োজন হলো দলের লোক নির্বাচনে। কর্তা জানতেন আমার বন্ধুর প্রস্তাব সন্তোষজনক নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের সহায়তায় কর্তা আমার সাময়িক অবস্থানের অনুমতি দিলেন। 'তুমি আর তোমার এ সামান্য সঞ্চয় আমার এখানে নিরাপদ– তোমার প্রস্তাবিত রান্নাবান্নার সাহায্য ছাড়াও তোমাকে আর একটি কাজ করতে হবে। ঐ যে ময়না পাখি খাঁচার ভিতর, তোমাকে তারও তত্ত্বাবধান করতে হবে'– সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।

এ দলের প্রতিষ্ঠাতা ফান্তম এর পরিচয় কৌলিন্য যুক্ত নয়। ডাকাতরূপেই তার জীবন আরম্ভ। কিন্তু বীর্য ও বুদ্ধির দ্বারা পরবর্তী সময়ে সগৌরবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কর্তার তক্তে। ফান্তমের দৃঢ়তা ছিল, শক্তি ছিল, আর ছিল ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা। দলে সবার দায়িত্ব ছিল নির্দেশিত। দায়িত্বজ্ঞানহীন অসাবধানতা এবং বিরক্তিভাজনের জন্য ছিল

কঠোর শাস্তি– জন সম্মুখে অপমান থেকে শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত। আর সংশয় নেই। নিজের অজান্তেই যেন আমি এক ডাকাত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম। দলের নানা জনের অসংযত রসনায় নানাবিধ ত্রাসজনক ঘটনার বিবরণ মনে ভীতির সঞ্চার করলো। আমার সহজ মনের পতন হয়ে দেহে এল অপরিসীম ক্লান্তি। মন স্থির করলাম এখান থেকে বের হতে হবে। যথাসময়ে যথারীতি কর্তার কাছে দলের দায় থেকে মুক্তির আবেদন করলাম। অসঙ্কোচে দাবি করলাম তার কাছে রাখা আমার সামান্য সঞ্চয়ের। কর্তা আমার জ্ঞানকে দৃষ্টতা এমনকি রোমহর্ষক বর্বরতার মতো জ্ঞান করলেন। 'দলের মধ্যে নিয়মকানুন আছে। আছে নিরাপত্তার ব্যাপার। এ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমি প্রতিজ্ঞ না, না, কিছুতেই না। আজ থেকে তোমার এমনকি বিশেষ সীমানার বাইরে যেতেও মানা। আর তোমার যে বেয়াদবী, টাকার প্রশ্ন তো একবারেই অবান্তর। তবে হ্যাঁ, তুমি ময়না পাখিটা নিতে পার। তবে তোমাকে এখানেই থাকতে হবে'– কর্তার এ হীনমন্যতা আমাকে উত্ত্যক্ত করার একটি অভিধা মাত্র। দুঃসহ লজ্জা, ক্রোধ আর অপমানে ক্ষুব্ধ হলাম। প্রতিবাদের অবস্থা বা সাহস কোনটাই অনুকূলে ছিল না। মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিলাম– কর্তার ব্যক্তিগত বিরাগ অনুরাগের শাসনে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হবে, মন তা মেনে নিতে পারেনি। মুখে ছিল না প্রতিবাদ, কিন্তু চোখে ছিল আগুন, সে আগুন নেভেনি। এমনি করে দিন যেতে লাগলো। ফান্তম আমার অজাত শত্রু, তথাপি তার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ অসন্তোষের ধারণা দেয়া একেবারেই নিরাপদ নয়। আমার নিজস্ব যুক্তি মতে হয় প্রচণ্ড আক্রমণ অথবা এখান থেকে পলায়নই মুক্তির একমাত্র উপায়। সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

একটা পিস্তল। চাই বৈকি! অবশ্যই চাই। এক রাতের কথা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমরা দু'জন মাত্র। জ্বরে আক্রান্ত কর্তা অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'একটু পানি দেবে?' একটু পানি এনে দিলাম। সুযোগ বুঝে আবারও দল ত্যাগের অনুমতি চাইলাম। আমার যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি বললেন 'তোমার আবেদন অবাঞ্ছিত এবং চেতনাহীন।' তোমার কঠিন শাস্তি হতেই হবে। আমার দাসত্বকে দৃঢ়মূল করার মুহূর্তে এ আবেদনে তার মনে ক্রোধের সঞ্চার করে। অসন্তোষ ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফান্তম আমার প্রতি চড়াও হয়।

আর কতদিন? শান্তি রক্ষা কঠিন হয়ে উঠলো। জোর গলায় তদুপরি আমি আমার গচ্ছিত টাকাও দাবি করলাম। লাঞ্ছিত হওয়ার জবাবে রান্না ঘর থেকে নিলাম এক ছুরি। পরিকল্পনাহীন ছুরির আঘাতে সুনিপুণ কর্তা মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। তার অনুগত দল তখন রাতের আঁধারে কোথাও সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত। পাশে জ্ঞান ফিরে পেয়ে কর্তা আবার কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাই বিলম্ব না করে মুহূর্তেই উর্ধ্বশ্বাসে ঘর হতে বের হয়ে গেলাম। সাথে শুধু খাঁচার ভিতর এক ময়না পাখি আর আমার বাইবেল। কর্তার নাগালের বাইরে এই রাতের অন্ধকারে দূর কোথাও আমি আত্মগোপন করলাম। দুশ্চিন্তায় এপাশ ওপাশ করলাম কতক্ষণ। কোন চিন্তা ছাড়াই হাতের কাছে রাখা বাইবেল টেনে নিলাম। মধ্যরাতের এই চিন্তিত প্রহরে বাইবেলে বর্ণিত ইতিহাস যখন আমার মনকে কল্পনায় উদ্দীপ্ত করে তুলে সে মুহূর্তেই হয়তো ফান্তমের ডাকাত দল রাতের আঁধারে কোথাও মাতাল হয়ে বেসুরো কোরাস গানে মত্ত। দিন যায়, রাত আসে। পথ অপরিচিত, গন্তব্যস্থল অজ্ঞাত। এক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমি পালিয়ে বেড়াই।

আমার আস্তানা। নির্জন। নানা জনের সংস্পর্শে আসার অবকাশ নেই। টিনের চালার ঘর- পাশে সরু অমসৃণ ইটের রাস্তা। ডাস্টবিন থেকে উপচীয়মান জঞ্জাল স্তূপ থেকে এক ঘরছাড়া নেড়ে কুকুর আমায় দেখে হকচকিয়ে উঠে। ঘরের মেঝেতে এক কোণে অযত্নে রক্ষিত এক বিছানাই আমার নিরাপদ আস্তানা। মশার উৎপাত থাকলেও গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বিনয়ের অপবাদ নেই। এমন নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায়? পানির সরবরাহ অপ্রতুল। মগে করে বালতির পানি থেকেই স্নান কাজ সমাধা করি। নিঃশব্দে রাত নামে। জীবনের অনেক কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়। কেটে যায় বছর, অনেক নিদ্রাহীন রাত। বেদনার ছায়া ঘনায় মনের কোণে। কথা বলি আমার বন্ধুর সাথে, আমার স্বজন-এক গহীন বনের ময়না।

সহনযোগ্য এক শীতের ভোরবেলা। বাতাস অনার্দ্র। বনপথ অসম আরামহীন, গাড়ির গতি মন্থর। হঠাৎ করে ময়না পাখি মৃদু স্বরে গেয়ে উঠে– 'সামনে শুভ দিন, সামনে শুভ দিন'– বনের মাঝখান দিয়ে দূরপ্রসারিত পথ। দর্শনযোগ্য করার প্রয়াসে পথের দু'পাশে শ্যামল দুর্বার আস্তরণ এবং তাল গাছের সারি। অসম রাস্তার ঝাঁকুনিতে ক্ষণে ক্ষণে ময়না পাখিটি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠে– দুপুর তিনটার দিকে গন্তব্যস্থল অবধি গিয়ে উঠি। অবারিত বনভূমি। শাল, পিয়াল, নারিকেল, বট সবই আছে– পশু পাখির এক অভয়ারণ্য। পানির জন্য মাঝে মাঝে কৃত্রিম ঝীল বন্য জীবন সংরক্ষণের প্রয়োজনে। ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশে এক বটের ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম নেই। পাশে খাঁচার ভিতর ময়না পাখি কখনও নিশ্চুপ, কখনও অস্থির–

'আমি কি বিপদের মুখোমুখি'?

'সামনে শুভ দিন'–

'ফান্তম কি আমায় অনুসরণ করছে?

'সামনে শুভ দিন'–

বিগত দিনের কথা স্মরণ হয়। মনে পড়ে জীবনের কত সুখ-দুঃখের কথা বলতে চেয়েছি তাকে। কখনও পেয়েছি তার বাক্যহীন নিস্তব্ধতা আবার কখনও অস্থির মনের কিচির-মিচির অতি সন্তর্পণে খাঁচার দরজা খুলি- দরজার বিপরীত দিকে খাঁচার বাইরে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করে বলি ঃ সংরক্ষণের প্রয়োজনে। ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশে এক বটের ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম নেই। পাশে খাঁচার ভিতরে ময়না 'আয়, আয়। খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে আয়। খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে ময়না যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়ে। হঠাৎ করে সেই ক্ষণেই আবার ময়না উড়ে যায় আকাশে– তার মূর্তি দূর হতে দূরতর, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে বনের কোথাও মিলিয়ে যায়। বনেই তার মুক্তি, বনেই তার স্বাধীনতা। আমার অবিচলিত আস্থা। এই ভালো। এই সর্বসম্মত মীমাংসা। মাস বিগত, বছরও অতীত প্রায়। এক শরতের সকাল। মেঘহীন আকাশ থেকে স্নিগ্ধ রোদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে। কাছের এবং দূর হতে ভেসে আসা পাখির কাকলীতে বনভূমি মুখরিত। গাছের শাখায় শাখায় লেগেছে রঙের আগুন; সবুজ, সোনালি, বাদামি, পিঙ্গল আরও কত। পত্র পল্লবে লেগেছে বাতাসের মৃদু কাঁপন। একা এই আমি বন পথে আমার ময়নাকে খুঁজে ফিরি। কোথাও তার সন্ধান মেলে না। গহীন বনের বাঁকে বাঁকে প্রতিনিয়তই মৃত্যুর হাতছানি। ভয় হয় মনে– কোথায় আমার স্বজন?

E-mail : bhsattar@yahoo.com

লেফটেনেন্ট (অবঃ) এম সোলায়মান
এম.এ. (ইংরেজী) ঢাকা ইউনিভারসিটি
(জ্যোতিষ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ এবং রত্ন বিষেশজ্ঞ)

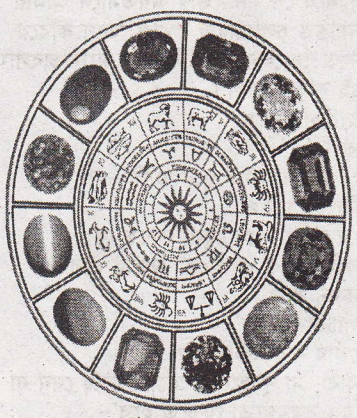

আপনার সৌভাগ্যের যত্ন নিন

হতাশা নয়। প্রতিটি সমস্যার মোকাবেলা করুন বিষেশজ্ঞ সংখ্যাতত্ত্ববিদ, জ্যোতিষবিদ, ১২ রাশির গ্রহের শুভা-অশুভ প্রভাব, রাজরত্নের রত্ন নির্ণয়। ভয় কি?

জ্যোতিষশাস্ত্রের সহায়তা নিন, বিবাহ রেখা, হৃদয় রেখা, আয়ু রেখা, চন্দ্র গ্রহ, রবি, শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি সব গ্রহের শুভ অশুভ প্রভাব, অর্থ-বিত্ত, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যার্জন, বিদেশ গমন, স্বামী-স্ত্রী সমস্যা, সন্তান ও তা প্রতিকারের উপায় জেনে নিন। হতাশা নয় সাফল্য আসবেই, ইনশাল্লাহ। সম্পর্কে উন্নয়ন, বন্ধুত্বের সু-সম্পর্ক, জীবনকে নতুন করে ভাবুন।

যোগাযোগ
০১৭১১২৮১০৮৩, ০১৭৫২০৩৫৪৬১
লেফটেনেন্ট (অবঃ) এম সোলায়মান (পরিচালক)

ষ্টার টুরস্ এন্ড ট্রাভেলস্ লিঃ
হজ্ব ও ওমরাহ'র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
২৯ টয়েনবি সারকুলার রোড (২য় তলা)
মতিঝিল সি/এ, ঢাকা-১০০০।